এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি সম্মেলনকে শক্তিশালী

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল,এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা | বৃহস্পতিবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫২, ১৯শে ভাদ্র ১৩৫৯ | মূল্য—এক আনা

সারা বিশ্বে যুদ্ধের কালো ছায়া আবার ঘনিয়ে উঠছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদীর দল তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ বাধাবার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল—চৈনিক জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র মুমূর্ষু চিয়াং সরকারকে সাহায্য করার অজুহাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মহাচীনের বুকে পাকাপোক্ত হয়ে গেড়ে বসতে চাইল; জনতার প্রিয় লালফৌজের প্রবল আক্রমণে চিয়াংএর সাথে তাকে পালিয়ে আসতে হল। কিন্তু আন্তর্জাতিক যুদ্ধবাজদের শিবির নিশ্চেষ্ট রইল না, নতুন করে যুদ্ধের জাল পাতা হল; স্বাধীনতাকামী ভিয়েৎনামবাসীদের বিরুদ্ধে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণাত্মক অভিযান সুরু করল। এবারও যুদ্ধবাজদের ব্যর্থ হতে হল; মুক্তিফৌজের প্রবল প্রতি-রোধের কাছে সাম্রাজ্যবাদ প্রচণ্ড মার খেলো। লাখ লাখ সৈন্য হারিয়ে, অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে, দুর্গের পর দুর্গ ছেড়ে তাদের হটে আসতে হল, গোটা ভিয়েৎনামের শতকরা নব্বই ভাগ জমি বিদেশী শোষণমুক্ত হল, তবুও তাদের যুদ্ধ বাধাবার চক্রান্ত থামল না। মালয়ের বুকে জ্বলে উঠল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বর্বর অভিযান—লাখে লাখে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য নিয়োজিত হল, অসংখ্য নরখাদক ছেড়ে দেওয়া হল দেশের মধ্যে, আকাশ থেকে হাজার হাজার উড়োজাহাজ হতে নির্বিচারে বোমা বর্ষিত হতে লাগল—মালয়বাসীর রক্তে মাটী ভিজে লাল হল কিন্তু স্বাধীনতার দুর্জয় সংকল্প তাদের এতটুকু টল্‌ল্‌ না, বৃটীশ যুদ্ধবাজদের সদম্ভ ঘোষিত "খতমকরা নীতি" পরাস্ত হল। চীন, ভিয়েৎনাম, মালয়ে একা একা লড়ে সাম্রাজ্যবাদীর দল এই শিক্ষাই পেল—এবার আর একা নয়, এক সঙ্গে আক্রমণ করতে হবে। নতুন ক্ষেত্রের সন্ধান চলল; তারপর জাতিসংঘের পতাকাতলে আন্ত-র্জাতিক যুদ্ধবাজদের দল একত্রিত ভাবে আক্রমণ করল উত্তর কোরিয়ার গণরাষ্ট্রকে। এখানেও তাদের ত্বরিৎ জয়ের আশা নির্মূল হল। বারবার ব্যর্থ হয়ে সমরবাদীর দল স্থানিক যুদ্ধকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার মতলবে বিনা কারণে সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন কানুনের মাথায় পদাঘাত করে চীনের মূলভূখণ্ডে বিমান আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করল; কোরিয়া ও চীনের উপর জীবাণু বোমা বর্ষিত হল। সমস্ত দেশের শান্তিকামী মানুষ যুদ্ধবাজদের এই নৃশংস বর্বরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠল, প্রতিটি কোণে প্রতি-বাদের ঝড় উঠল, যুদ্ধবাজদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি মার্কিন দেশেও এই অমানুষিক নৃশংসতার বিরুদ্ধে জনসাধারণ আওয়াজ তুলল; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের পিছু হটতে হল শান্তিকামী মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কাছে। এমনি করে ইঙ্গ-মার্কিনফরাসী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী যুদ্ধবাদীর দল এশিয়ার বুকে আক্রমণ চালিয়ে লাখ লাখ নিরীহ স্বাধীনতাকামী এশিয়াবাসীকে হত্যা করে চলেছে, আর তাদের পাহাড় প্রমাণ মুনাফাকে আরও ফাঁপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এশিয়া হতে আর একটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাবার প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছে। এশিয়ায় যুদ্ধবাদীদের এই যুদ্ধচক্রান্ত, প্রস্তুতি ও আক্রমনাত্মক অভিযান তাই বিশ্বশান্তির হন্তারক; তাই এশিয়ার শান্তি রক্ষার সংগ্রাম সারা বিশ্বের শান্তি সংগ্রামের অংশীভূত, তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এশিয়ার শান্তি রক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং যুদ্ধবাজদের সব প্রচেষ্টা বিফল করে দিয়ে এশিয়ায় শান্তি অব্যাহত রাখার কর্মপন্থা স্থির করার উদ্দেশ্যে আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখ হতে মহাচীনের ঐতিহাসিক পিকিং সহরে এক মহাসম্মেলন বসবে। শান্তির সৈনিক ভারতবাসীদের প্রতিনিধিরা সেই সম্মেলনে যোগ দেবেন। সুতরাং তাঁরা যাতে এদেশের শান্তি আন্দোলনের অবস্থা সঠিকভাবে উত্থাপিত করেন, বিভিন্ন দেশের শান্তি আন্দোলনের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এদেশে শান্তি আন্দোলনের দাবী নীতি ও কৌশল সঠিকভাবে নির্ণয় করেন সেই দাবী শান্তিকামী ভারতবাসী করে।

সারা দুনিয়ায় আজ দুর্ব্বার গতিতে শান্তি শিবির শক্তিশালী হচ্ছে। ইউরোপের জনরাষ্ট্রগুলির কথা ছেড়ে দিলেও ইতালী ও ফ্রান্সে শান্তির শক্তি আজ প্রভূত শক্তিশালী; ব্যাপক তার বিস্তৃতি, ভিত্তি তার সমাজ জীবনের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত। ইউরোপের কথা বাদ দিলেও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শান্তি আন্দোলন নব নব রূপে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন পরিবেশের জন্য শান্তি আন্দোলনের রূপ সেখানে আমাদের দেশ অপেক্ষা ভিন্ন হলেও তার ব্যাপকতা লক্ষ্যনীয়। অথচ আমাদের দেশে যে শান্তি আন্দোলনের গণ-ভিত্তি নেই—একথা যে কোন আত্মজিজ্ঞাসু শান্তির সৈনিক স্বীকার করবেন। আজও শান্তি আন্দোলন আমাদের দেশের দূর কোণে পৌছাতে পারে নি, আজও তার সীমানা সহরের গণ্ডির মধ্যে। যে দেশের জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর জনেরও বেশী কৃষক সেখানে শান্তি আন্দোলন কৃষক কুলকেই টেনে আনতে সক্ষম হয়নি দুঃখের হলেও, লজ্জার হলেও একথা আত্মসমালোচনার খাতিরে স্বীকার করতেই হবে। মজুরদের ক্ষেত্রেও সেই অবস্থা। যে কোন শান্তি সমাবেশে উপস্থিত শ্রোতা ও প্রতিনিধিদের দিকে দৃষ্টি দিলেই এ সত্য ধরা পড়বে। আমাদের দেশের শান্তি আন্দোলনে যাঁদের টেনে আনা আজ অবধি সম্ভব হয়েছে তাঁদের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ভুক্ত। অথচ শান্তি সংগ্রামের মূলশক্তি শ্রমিক কৃষকের দৃঢ় মৈত্রী। ভারতবর্ষের শান্তি আন্দোলনের এই দুর্ব্বলতার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সে কারণ কি? সে কারণ শান্তি আন্দোলন সম্বন্ধে ভুল ধারণা ও তজ্জনিত জনজীবনের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্নতা ও ত্রুটীপূর্ণ সাংগঠনিক রূপ। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা পিকিংয়ে আসছেন, আমরা আশা করি ভারতীয় প্রতিনিধিরা আমাদের দেশের এই দুর্ব্বলতার কথা আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে প্রকাশ করে নতুন আশা নিয়ে আসবেন। কোনরূপ গোপনতা অবলম্বন বা অবস্থার মিথ্যা রঙিন ছবি পরিবেশন আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব্বনাশাকর; প্রতিনিধিদল যদি তা করেন তাহলে দেশবাসী শান্তিকামী ভারতবাসী, তাঁদের সে অপরাধকে ক্ষমা করবে না। এশিয়ার শান্তি আন্দোলনের নতুন নিশানা দেবে পিকিং সম্মেলন, নতুন নিশানা স্থির করার জন্য প্রত্যেকটি দেশের আসল অবস্থা জানা দরকার। অতিরিক্ত আশাবাদী বা নিরাশাবাদী হবার কোন কারণ নেই। বাস্তব যা অবস্থা তাই প্রকাশ করতে হবে।

ভুলে গেলে চলবে না বর্ত্তমানে সমস্ত আন্দোলনের মূলকেন্দ্র শান্তি আন্দোলন। কি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কি কৃষক আন্দোলন, কি মধ্যবিত্তদের আন্দোলন প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য আন্দোলনের সঙ্গে শান্তি আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে। আবার আর একটি যুদ্ধ যদি বাধে তাহলে জনজীবনে তার কি সর্বনাশাকর প্রতিক্রিয়া হবে তা জনতাকে বুঝিয়ে শান্তি সম্বন্ধে সচেতন করে শান্তির স্বপক্ষে ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে টেনে আনতে হবে। এমনি করেই সংযোগ সাধন করতে হবে শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলনের; সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে এই সংযোগ সাধন করার অর্থ এ নয় শান্তি আন্দোলন ও সেই আন্দোলনটিকে এক ও অভিন্ন দেখা। আমাদের দেশে এই দুই জাতের ভ্রান্তিই দেখা গেছে। একদল শান্তি আন্দোলনকে পঞ্চশক্তি চুক্তিতে সই করা বা ঐ জাতীয় কয়েকটি গণ সংযোগ ও জনতাকে শান্তির অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে সচেতন করার উপায়কে একমাত্র ও আদি অকৃত্রিম আন্দোলন বলে মনে করে শান্তি আন্দোলনকে অন্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার বিরুদ্ধা-চারণ কোরে এর গণভিত্তি দুর্বল করেছেন অন্যদল আবার শান্তি আন্দোলনই ট্রেড-

সফল করতে হলে ভারতের সঠিক নীতি ও কার্য্যক্রম গ্রহণ করতে হবে

★ এশিয়া তথা সারা বিশ্বের শান্তিরক্ষার সংগ্রামে সমবেত হউন ★

ইউনিয়ন আন্দোলন বা ঐ জাতীয় কোন আন্দোলন, এই দুই এর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই এই কথা বলে শান্তি আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তৃতির ক্ষতি সাধন করেছেন। যেটা দরকার সেটা হল আর একটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে যুদ্ধবিরোধী শান্তি কামী শক্তিকে সংহত করা এবং সাধারণ মানুষের বাঁচার আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হলে শান্তি কেন অপরিহার্য্য তা বুঝিয়ে দিয়ে জনতাকে শান্তির শিবিরে টেনে নিয়ে আসা, তাকে শান্তির সৈনিকে, নিষ্ক্রীয় দর্শকে নয়, পরিণত করা। এইভাবেই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতির দাবীর সঙ্গে শান্তির দাবীকে যুক্ত করতে হবে। অন্যান্য দেশে শান্তি আন্দোলন প্রবল শক্তিশালী আন্দোলনে রূপ নিয়েছে তার কারণ সেখানকার শান্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজ নিজ দেশের জনতার সমস্যাগুলির সঙ্গে শান্তি আন্দোলনের সংযোগ ঘটাতে পেরেছেন আমাদের দেশে আমরা তা পারিনি তাই আমাদের দেশে আন্দোলনের না আছে ব্যাপক গণভিত্তি না আছে তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা।

এই একদর্শিতার ফলে আন্দোলনের রূপ নিয়ে এক গোঁড়ামি দেখা দিয়েছে। এক দল মনে করে শান্তি আন্দোলনের রূপ অপরিবর্ত্তনীয়; বিশ্বশান্তি কংগ্রেস হতে যে নির্দ্দেশ আসবে তাকে আক্ষরিকভাবে পালন করাই বিভিন্ন দেশের শান্তি আন্দোলনের লক্ষ্য। এই সব গোঁড়া আন্তর্জাতিকতাবাদীরা (?) আদতে আন্তর্জাতিকতার অর্থই বোঝে না। বিশ্ব শান্তি কংগ্রেস যে নির্দেশ দেবেন সে নির্দেশনামা জাতীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাজে লাগাতে হবে; বিশ্বশান্তি কংগ্রেস সাধারণ নীতির নির্দেশ দেবেন, বিভিন্ন দেশে পরিবেশের পার্থক্যের জন্য মূলনীতির অনুকূলে বিভিন্ন কার্য্যক্রম অনুযায়ী কাজ করে যাবে সেই সেই দেশের শান্তি সংগঠন-গুলি। এইভাবে চললে তবেই কোন নীতি জীবন্ত থাকে তা না হলে তা দাঁড়ায় অন্ধ অনুকরণ। অন্ধ অনুকরণ ক'রে কোন আন্দোলনকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। বাস্তব অবস্থার ভিন্নতার জন্য শান্তি আন্দোলনের রূপ বদলায় তার প্রমাণ মিলবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির শান্তি আন্দোলন লক্ষ্য করলে। মহাচীনের কোরিয়ার যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ শান্তি আন্দোলনের জলন্ত রূপ; উত্তর কোরিয়া জনসাধারণের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামও শান্তি আন্দোলন, আবার মালয়, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনও শান্তির সংগ্রাম। ও সব দেশে শান্তি আন্দোলন আজ mobilisation সংহত শক্তিসমাবেশের, পর্য্যায় অতিক্রম করে সশস্ত্র প্রতিরোধের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আমাদের দেশে এবং অন্যান্য অনেক দেশে শান্তি আন্দোলন এখনও প্রথম পর্য্যায়ের। আমাদের তাই লক্ষ্য হবে শান্তির স্বপক্ষে বিরাট গণশক্তির কার্য্যকরী ও সক্রিয় শক্তিসমাবেশ করা। এই শক্তিসমাবেশ এমন ভাবে করতে হবে, সমাবেশের সাথে সাথে সাংগঠনিক প্রস্তুতিও এমন ভাবে গড়ে যেতে হবে যে যদি কোন-দিন জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বাজরা যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তাহলে প্রতিরোধ সংগ্রামের মারফৎ সে যুদ্ধকে চিরতরে খতম করে দিতে হবে—কমরেড মাও সে তুঙের কথায় to end the war of aggression by war কমিনফর্মের শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে বিখ্যাত প্রস্তাবেও গতানুগতিক কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে হুঁসিয়ারী জারী করা হয়েছে। এর পরও এই সব আন্তর্জাতিকতা বাদীর (?) কর্তারা যে কেমন করে অলঙ্ঘণীয় রূপ ও কর্মপদ্ধতির কথা বলে তা বোঝা যায় না।

তারপর শান্তি আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় গলদ যা রয়েছে তা হল শান্তির দর্শন ও সংস্কৃতি নিয়ে। শান্তির দর্শন ও সংস্কৃতির সঙ্গে Pacifism, শান্তবাদের, কোন সম্পর্ক নেই বরং তারা পরস্পর বিরোধী। শান্তবাদ সকল অবস্থাতে সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানসিক শক্তির কার্য্যকারিতার কথা বলে নিষ্ক্রিয় থাকতে বলে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রীয় থাকতে বলার সোজা মানে অত্যাচারকে বাধাহীন ভাবে বাড়তে দেওয়া। যুদ্ধবাজরা যখন আপাদমস্তক সামরিক শক্তিতে সজ্জিত হয়ে সারা বিশ্বের শান্তি ব্যাহত করতে ও আর একটি যুদ্ধ আমদানী করতে বদ্ধপরিকর তখন শান্তির শক্তিকে নিষ্ক্রীয় থাকতে তারাই বলতে পারে যারা মনে প্রাণে চায় যুদ্ধবাজরা জিতুক। শান্তবাদীদর্শন অত্যাচারীর অত্যাচারের মুখে জনশক্তিকে নৈতিক প্রতিরোধের মাহাত্মের বিজয় ঘোষণা করে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ জানায় অথচ যেই জনসাধারণ সংগঠিত হয়ে সশস্ত্রভাবে আক্রমণকারীর সশস্ত্র শক্তিকে প্রতিরোধ করতে যায় তখনই জনতার এই তথাকথিত হিংসাত্মক কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে সে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই শান্তিবাদী দর্শন, শান্তির দর্শন নয়, তা পরোক্ষ্যে যুদ্ধ-বাজদের সাহায্যকারী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী চিন্তা। আর আমরাও তাই শান্তিবাদী নই আমরা শান্তির সৈনিক। অথচ আমাদের দেশে সম্প্রতি যে শান্তি সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়ে গেল তাতে, যে সব প্রস্তাব গৃহিত হল তাতে Pacifism, শান্তবাদ, Quietism ও বুদ্ধের নির্বান-বাদকেই শান্তি রক্ষার দর্শন হিসাবে বিঘোষিত হল। যে Queitism এর বক্তব্য মন ইচ্ছা করলে শান্তি অশান্তি সবই সৃষ্টি করতে পারে মনের বাইরে শান্তি অশান্তির কোন কারণ নেই "The mind is its own place, and in itself Can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven"—সেই দর্শনকে যে কেমন করে শান্তি আন্দোলনের দর্শন হিসাবে চিন্তা করা যেতে পারে তা চিন্তার অতীত। শুধু এইখানেই এই পচা দুর্গন্ধময় মানসিক দেউলেপনা থামেনি; তা আরও দূরে অগ্রসর হয়ে শান্তির দর্শন হিসাবে ভারতবর্ষে বুদ্ধের নির্বানতত্ত্বের প্রশস্তি গেয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে বসে শান্তি সংস্কৃতি সম্বন্ধে ভারতের শান্তি আন্দোলনের নেতাদের শ্রীমুখ হতে নিঃসৃত এই দৈববাণী সারা দেশের শান্তি আন্দো-লনের পক্ষে কলঙ্কজনক। বুদ্ধের শান্তির বাণী, পাশ্চাত্যের Quietism প্রভৃতি চিন্তা হতে যদি কিছু শিক্ষা নিতে হয় তা হল যুগযুগান্ত ধরে মানুষের শান্তির আকাঙ্খা; এর বেশী ধারণা করে মিথ্যা jingoism উগ্রজাতিয়তাবোধের ঝোঁকে তাকে বর্তমান অবস্থায় শান্তি আন্দোলনের দর্শন হিসাবে ভাবা অচিন্তনীয়ভাবে সর্ব্বনাশাকর—তা শান্তি আন্দোলনের আত্মহত্যার সামিল। আক্রমনাত্মক যুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে শান্তি বলতে যুদ্ধ করা না বোঝান শান্তবাদের পরোক্ষ রূপ।

সেইরূপ শান্তি সাহিত্য সম্বন্ধে মারাত্মক ভুল ধারণা বর্তমান আছে। শান্তির সাহিত্য নাকি হবে apolitical; অরাজনৈতিক। মূর্খতা আর কাকে বলে! কোন সাহিত্যই অরাজনৈতিক হতে পারে না। সাহিত্যের মধ্যে একটা না একটা চিন্তা থাকবেই এবং তা মূলতঃ শোষক বা শোষিত শ্রেণীকে সাহায্য করবেই। তাই সব সাহিত্যই প্রচার সাহিত্য যদিও তার উল্টোটা—সব প্রচারই সাহিত্য-সত্যি নয়। Art for arts sake, শিল্প হবে শিল্পের জন্য, এই গালভরা নন্দনতত্ত্বের বুকনী আউড়ে যারা অরাজনৈতিক সাহিত্যের কথা বলে তারা মনে করে বর্ত্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটা অপরিবর্ত্তনীয় ও চিরস্থায়ী, এর মূল চিন্তাটা একটু মোলায়েম করে বলাই বুঝি একমাত্র কাজ। অরাজনৈতিক সাহিত্য দর্শনের ধারকরা, সব হলেন বুর্জোয়া ভাবাদর্শের চ্যাম্পিয়ন। তাঁরা যা বলেন, যা লেখেন সবই মূলতঃ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নীতি সম্মতঃ বড় জোর কোথাও কোথাও তার দৌড় বুর্জোয়া উদারনৈতিকতা পর্য্যন্ত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীকে সংহত,

(৪র্থ পৃষ্ঠায় শেষাংশ)

সারা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে

পশ্চিম বঙ্গ শান্তি কনভেনসন

গত ৩০শে আগষ্ট বিকাল ৫টায় মুসলিম ইনষ্টিটিউশন হলে মঃ গণীর সভাপতিত্বে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আগত পিকিং শান্তি সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে শান্তি কনভেনশন প্রায় পাঁচশত প্রতিনিধি লইয়া অনুষ্ঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি কমিটির কনভেনর ডাঃ জ্ঞান মজুমদার মূল প্রস্তাব উত্থাপনকরেন

মূল প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এম, এল, এ আগামী পিকিং সম্মেলনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া সারা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল জুড়িয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাদী চক্রান্ত যে জাল বিস্তার করিতেছে তাহার কঠোর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, জাপানকে পুনরায় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করিয়া, জাপানে মার্কিণ সৈন্য মোতায়ন রাখিয়া, পশ্চিম জার্মাণীকে পুনরস্ত্রীকরণের মারফৎ, কোরিয়ায় যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া কোরিয়ার শান্তি আলোচনা চলাকালীন যুদ্ধবন্দীদের হত্যা প্রভৃতি এশিয়া ভূ-খণ্ডে সরাসরি যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধের ঘাঁটি নির্মাণ ও বিস্তার অন্যান্য দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের উপর হামলা চালাইয়া এশিয়ার শান্তিকে বিশেষ ভাবে ব্যহত করিতেছে। কমরেড ব্যানার্জী আগত পিকিং সম্মেলনকে সফল করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারত ব্যাপী এক বলিষ্ঠ শান্তির আওয়াজ তোলার জন্য ভারতের সর্বস্তরের শান্তিকামী মানুষ বিশেষ করিয়া মেহন্নতী জনতার ঐক্যবদ্ধ বিস্তৃত, সংগঠিত শান্তি আন্দোলন গড়িয়া তোলার উদাত্ত আহ্বান জানান।

মূল প্রস্তাবের উপর বিভিন্ন দিক হইতে অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত, সত্যেন মজুমদার, শৈলেন পাল, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন গণসংগঠন ও শান্তি কমিটির প্রতিনিধিরাও মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

এই প্রতিনিধি সম্মেলন হইতে পিকিং সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, আইনজ্ঞ, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও শান্তির আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশীদার প্রায় কুড়ি জন প্রতিনিধি ও পনর জন দর্শকের নাম পাঠাইবার সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিনিধিদের মধ্যে এস, ইউ, সি'র নেতা কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এম, এল, এ ও প্রীতিশ চন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সম্মেলন হইতে আগামী ৯ই সেপ্টম্বর সারা ভারত প্রস্তুতি কমিটির উদ্যোগে নয়া দিল্লীতে যে সম্মেলন হইবে—তাহাতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পশ্চিম বাংলা হইতে পচিশ জন প্রতিনিধির নাম ঘোষনা করা হয় ইহাদের মধ্যে এস, ইউ, সি'র কমরেড সুবোধ ব্যনার্জী এম, এল, এ, নীহার মুখার্জী, পৃতীশ চন্দ, রবী বসুর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

গত ৩১শে আগষ্ট পিকিং সম্মেলনের উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গ শান্তি কনভেনসনের প্রকাশ্য অধিবেশনে গত ৩০শে প্রতিনিধি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত ঘোষনা ও গৃহীত হয়। প্রবল বারিপাতের জন্য সভার কাজ অর্দ্ধ সমাপ্ত থাকে। অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য্য ও ডাঃ মেঘনাদ সাহা উক্ত সভায় পিকিং সম্মেলনকে অভিনন্দন জানাইয়া বক্তৃতা করে

দাবী আদায়ের পথে ট্রাম মজদুর

কিছুদিন থেকে ট্রাম শ্রমিকেরা তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেছে। তাদের দাবীর মধ্যে আছে—মাগগী ভাতা সহ ২ মাসের পূজা বোনাস, ১৫৲ টাকা ঘর ভাড়া, ছাঁটাই মজুরদের পুনর্নিয়োগ, ৫৫৲ টাকা মাগগী ভাতা, ১৫ দিন ক্যাজুয়াল ছুটি, বেতন সহ বিমারী ছুটি, কাজের সময় জখম হ'লে পুরা বেতন সহ ছুটি, কোম্পানীর তরফ থেকে মজুরদের জন্য ৫০টী বেডের একটী হাসপাতালের ব্যবস্থা, মজুরদের জন্য টি, বি, হাসপাতালের তিনটি বেডের ব্যবস্থা প্রভৃতি। এই সব দাবী যা নিয়ে মজুরেরা আন্দোলন চালাচ্ছে তা একান্ত ন্যায্য দাবী। যে বিলাতী কোম্পানী মজুরের মেহন্নতে কোটী কোটী টাকা মুনাফা লুটেছে তাদের তরফে শ্রমিকদের এই দাবী মেনে না নেবার পেছনে কোন যুক্তিই নেই। এই দাবী পূরণ করতে সরকারের - উচিত মালিককে বাধ্য করা। এই দাবী আদায়ের জন্য ময়দানে মিটিং, হেড অফিস ঘেরাও, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিটিং, দেশবন্ধু পার্ক ও কালীঘাট পার্ক থেকে দুদিন বিরাট বিরাট দুটী মিছিল প্রভৃতির মারফৎ ট্রাম শ্রমিকেরা দাবী আদায়ের আওয়াজ তুলেছে। ভারতীয় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার (এস, ইউ, সি, আই) ট্রাম শ্রমিকদের এই আন্দোলনকে এর মধ্যেই পূর্ণ সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছে এবং আগামী দিনেও সম্পূর্ণ সহযোগীতার আশ্বাস দিচ্ছে।

এস, ইউ, সি, আই এখানে একটী কথা উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে করে ট্রাম মজুরদের দাবী আদায়ের আন্দোলন চলেছে দুটী ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন ভাবে। কিন্তু আন্দোলনের এই বিচ্ছিন্নতা বা বিভেদ এস, ইউ, সি, আই কোন মতেই সমর্থন করতে পারে না, তাই তাদের তরফ থেকে ট্রামের সাধারণ মজুরদের কাছে আবেদন তারা নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের মধ্যের এই বিভেদকে দূর করার জন্য এখুনি তৎপর হোন। ইউনিয়ন দুটীর (আর আর ইউনিয়নের কাছেও) নেতৃবৃন্দের কাছে আমাদের এই আবেদন যে তারা যদি নিজেদের শ্রমিক দরদী বলে পরিচয় দেন তবে কোন অজুহাতেই এ বিভেদকে জিয়িয়ে রাখার অধিকার তাদের নেই। কাজেই এখুনি ট্রামের মজুরের সব কয়টী ইউনিয়নকে এক করার সব রকম প্রচেষ্টার দাবী তাদের কাছে এস, ইউ, সি, আই করছে। এই ঐক্য প্রচেষ্টাকে সফল করতে আমাদের পার্টির ট্রাম শ্রমিক সংগঠকরা সর্বদা সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

(এস, ইউ, সি, আই কলিকাতা জিলা সম্পাদক কমরেড আশু ব্যানার্জীর বিবৃতি।)

নয়া পুনর্ব্বাসন নীতি বাস্তুহারাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির নয়া-ষড়যন্ত্র

(কলোনী বাসী প্রতিনিধি সম্মেলনে বাস্তুহারা নেতা কমঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য্যের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের আহ্বান।)

ইউ, সি, আর, সি-র ডাকে গত ১৭ই আগষ্ট সোদপুর ১নং দেশবন্ধু নগরে কলোনীবাসী প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়। পশ্চিম বঙ্গের "জোর দখলকারী" ৮০টী কলোনীর ২৫০ শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। সভাপতিত্ব করেন ইউ, সি, আর, সি-র সহঃ সভাপতি কমরেড প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

মূল খসড়া প্রস্তাবে মাননীয়া পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীযুক্তা রেণুকা রায়ের ঘোষিত পুনর্ব্বাসন নীতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া, উক্তনীতি কলোনীবাসী বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বসতির কার্য্যকে ত্বরান্বিত না করিয়া, তাহাদের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তির পথকে প্রশস্ত করিবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হয় এবং সমস্ত কলোনীগুলিকে স্বীকার করিয়া উহা বন্দোবস্তের জন্য "ত্রি-দলীয় সম্মেলন" এর দাবী জানান হয়। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়া দঃ কলিঃ সহরতলী বাস্তুহারা সংহতির সংগঠন সম্পাদক কমরেড্ সন্তোষ ভট্টাচার্য্য বলেন: "সাপ শিয়ালের বসতি—জঙ্গল সমাকীর্ন—ল্যাণ্ড্ স্পেকুলেটরদের শত শত বছরের পতিত জমি দখল করিয়া আমরা কলোনী গড়িয়া তুলিয়াছি—পশ্চিম বাংলাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছি। সরকার ও জমিদার বারংবার পুলিশ ও গুণ্ডার সাহায্যে আমাদের উপর হামলা চালাইয়াছে, "উচ্ছেদ আইন" পাশ করান হইয়াছে, কিন্তু আমাদের সংঘ শক্তিদ্বারা আমরা কলোনীগুলিকে রক্ষা করিয়াছি। মাননীয়া রেণুকা রায়ের পুনর্ব্বাসন নীতি আমাদের এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে বহুধা বিভক্ত করার নয়া-ষড়যন্ত্র এই চক্রান্তকে প্রতিরোধের জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হইবার জন্য আমি আপনাদের কাছে আহ্বান জানাইতেছি।"

"ঐক্য প্রস্তাব" উত্থাপন করিয়া কমরেড্ রমাপ্রসাদ রায়চৌধুরী বলেন: "বাস্তুহারা পুনর্ব্বসতির কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবং সর্ব্বপ্রকার বিভেদ মূলক সরকারী অপচেষ্টাকে প্রতিরোধের জন্য দল-মত নির্বিশেষে সমস্ত সংগঠনের একটি মাত্র কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হওয়া আজ আশু কর্ত্তব্য। যদি কোন দল বা বাস্তুহারা প্রতিষ্ঠান, ইহার পরিবর্ত্তে পাল্টা সংগঠনের কথা চিন্তা করেন তবে তাহা বাস্তুহারা আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টিই করিবে—যাহা পরোক্ষে সরকারের হস্তকেই শক্তিশালী করিবে।" উক্ত ঐক্যপ্রস্তাবে সমস্ত দল ও বাস্তুহারা প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনা করিয়া একটি সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য (১) অম্বিকা চক্রবর্ত্তী (২) সন্তোষ ভট্টাচার্য্য (সহরতলী সংহতি), (৩) শৈলেন পাল (মহাজাতি নগর) (৪) জীবন মজুমদার (অমর পল্লী সদন) (৫) চিত্ত রঞ্জন বসু (গান্ধী কলোনী) কে লইয়া একটি "ঐক্য-সাব-কমিটী" গঠন করা হয়। প্রস্তাবগুলির সমর্থনে, কমরেড্ অনিল সিংহ, হরিপদ ঘোষ, শৈলেন পাল প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

বিকাল ৬ টায় পানিহাটী পৌর-প্রাঙ্গনে তিন সহস্রাধিক বাস্তুহারার উপস্থিতিতে প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এবং কম্ অম্বিকা চক্রবর্ত্তী সন্তোষ ভট্টাচার্য্য, মহাদেব ভট্টাচার্য্য, নীহার মজুমদার প্রভৃতি বক্তৃতা দেন।

শোষন ও অত্যাচারের হাত হতে মুক্তি পেতে হলে ধনিক বর্ত্তমান কংগ্রেসী সরকারের উচ্ছেদ চাই

গত ১৫ই আগষ্ট খিদিরপুর কয়লাসড়ক ময়দানে আপোষে রফা কংগ্রেসী ভূয়া স্বাধীনতার প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভা হয়। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিশিষ্ট কর্মী কমরেড বাদশা খাঁন সভা পরিচালনা করেন। সভার প্রারম্ভে, প্রোগ্রেসিভ কালচারাল এসোসিয়েশন কর্তৃক পর পর দুইটা গণ-সঙ্গীত হয়। সভায় সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বার্ড এণ্ড কোং লেবার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী বলেন, ভারতবর্ষের মেহন্নতী জনসাধারণের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ৬০ বৎসরের মুক্তিকামী সংগ্রামকে পদদলিত করিয়া কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ দেশীয় পুঁজিপতির রাষ্ট্র কায়েম করিয়াছে। কাজেই বর্তমান কংগ্রেসী সরকার জনগণের সরকার নয়—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল। তিনি আরও বলেন যে, গত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ তথা বর্তমান সরকার জনসাধারণকে বলিয়াছিল, "এবার ভারত স্বাধীন হ'ল, তোমাদের সমস্ত দুঃখ দৈন্য ঘুচে যাবে।" আজ ১৯৫২ সালের ১৫ই আগষ্ট বিচার করিবার দিন আমরা গরীব জনসাধারণ কতটুকু স্বাধীনতা পাইয়াছি। স্বাধীনতা মেহন্নতী জনসাধারণের আসে নাই, আসিয়াছে শুধু মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও ধনিক শ্রেণীর। তাই তিনি সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের তরফ হইতে ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রামের দ্বারা কংগ্রেসীরাজকে খতম করিবার প্রতিজ্ঞা লইবার জন্য জনসাধারণকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানান।

ইহার পর সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী ও খিদিরপুর অঞ্চলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড এ, চৌধুরী তাহার উদ্দীপনাময়ী ভাষণে কংগ্রেসী দুঃশাসনের পাঁচ বৎসরের ইতিহাসের এক পরিপূর্ণ বিবরণী জন সমক্ষে তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসী সরকার গত পাঁচ বৎসর জনসাধারণের উপর যে অন্যায় জুলুম করিয়াছে ইতিহাসে তাহার নজীর কদাচিত মেলে। তিনি আরও বলেন যে বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তথা বাংলা দেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে তাহার জন্য কংগ্রেসী সরকারই দায়ী। কি ভাবে কংগ্রেসী সরকার জমিদার গোষ্ঠীর সহিত চক্রান্ত করিয়া জয়নগর, বসিরহাট ও সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীকে দুর্ভিক্ষের কবলে ঠেলিয়া দিয়াছে তাহার এক বিশদ ব্যাখ্যা তিনি দেন। তিনি বর্তমান সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতি, বুভুক্ষিত, অশিক্ষিত জনসাধারণকে দুঃসহ সমস্যার সম্মুখে ফেলিয়া অযথা সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি ও ৩০ জন মন্ত্রী পোষা নীতির তীব্র নিন্দা করেন। পরিশেষে তিনি কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানিবার জন্য জনগণকে এক লৌহদৃঢ় সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তুলিবার বলিষ্ঠ আহ্বান জানান।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিশিষ্ট সংগঠক ও কলিকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত বলেন যে কংগ্রেসী সরকারের অবলুপ্তি ঘটাইয়া শোষিত জনগণের রাষ্ট্র কায়েম করিবার দিন আজ আসিয়াছে। ইহাতে জনগণের নিজস্ব একটী সংগঠনের প্রয়োজন—যে সংগঠন বিজ্ঞান সম্মত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার মেহন্নতি জনতার এরূপ সাচ্চা একটী সংগঠন যাহার বনিয়াদ বৈজ্ঞানিক মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া তৈয়ারী - গত পাঁচবৎসরের ইতিহাস ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ তাই তিনি শোষিত জনতার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কল্পে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের পতাকাতলে সমবেত হইবার আহ্বান জানান।

ইহার পর কমরেড পুনদেও সিংও ভূয়া কংগ্রেসী স্বাধীনতার তীব্র নিন্দা করিয়া ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানান।

ধানবাদে কেন্দ্রিয় শ্রম মন্ত্রী শ্রীযুত গিরির সহিত ইউ, টি, ইউ, সি নেতৃবৃন্দের সাক্ষাত

ভারতের শ্রম মন্ত্রী শ্রী ভি, ভি গিরি ১৪ই আগষ্ট সকালে ধানবাদে পৌছান। ধানবাদ সারকিট হাউসে ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উপসভাপতি এবং টাটা কোলিয়ারীজ ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড প্রীতিশ চন্দ এবং সি, পি, ডব্লিউ ডি, ওয়ার্কাস ইউনিয়নের বিহার শাখার প্রধান সম্পাদক কমরেড এইচ, পি, বিশ্বাস মন্ত্রী মহোদয়ের সহিত সাক্ষাত করেন। খনি অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা লইয়া তাঁরা আলোচনা করেন। ১৫ই আগষ্ট পুনরায় কমরেড চন্দ শ্রীযুত গিরির সহিত সাক্ষাত করিয়া টাটা কোলিয়ারীজ ওয়ার্কাস ইউনিয়ন এবং সি, পি, ডাব্লিউ, ডি, ওয়ার্কাস ইউনিয়ন এই দুই প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে শ্রমিকদের দাবীর দুইটী মেমোরাণ্ডাম পেশ করেন। ছাঁটাই; বেতন, ভাতা, রেশন, কোয়াটার, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার প্রভৃতি মূল দাবীগুলির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। তিনি আরো অনুরোধ জানান যে শ্রীযুত গিরি যেন সকল কেন্দ্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির এক যুক্ত অধিবেশন ডাকিয়া খনি শ্রমিকের সমস্যা ও দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দশার প্রতিকার করেন।

মুক্তহস্তে দান করিয়া ভারতীয় প্রতিনিধিদের পিকিং যাত্রা সম্ভব করুন

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শিক্ষিত ও শ্রেণী সচেতন করার কাজ যখনই গণসাহিত্যিক গ্রহণ করেন তখনই চিৎকারে আকাশ ফেটে পড়ে—"রাজনৈতিক সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, সাহিত্যকে হতে হবে অরাজনৈতিক।" শান্তি আন্দোলন অবশ্যই রাজনৈতিক আন্দোলন; রাজনৈতিক আন্দোলন বলতে কোন বিশেষ দলের দলীয় রাজনীতি বোঝায় না। সারা বিশ্বের মানুষের দাবী—আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা করতে হবে; শান্তিআন্দোলন সেই দাবিরই রূপ। সুতরাং তা ততটুকু পর্য্যন্ত রাজনৈতিকও বটে। যুদ্ধবাজদের অস্তিত্বই শান্তি আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্রের প্রমাণ। আর শান্তি সাহিত্য হবে তাই যা মানুষকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে জাগ্রত, সংহত সংগ্রামী এবং সর্বত্যাগে "এক মন এক প্রাণ একতা" গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। তাই শান্তির সাহিত্য রাজনৈতিক না হয়ে পারে না। এই সব আন্তর্জাতিকতাবাদের ধ্বজাধারীদের ১৯৪৬ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত সোভিয়েৎ ইউনিয়নের কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করিয়ে দেই—"Her (Anna Akhmatovaর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—সঃ গণদাবী) verse permeated with Sentiments of pessimism and despondency is in line with the tastes prevalent in pre-revolutionary drawing-room poetry, which went no further than the decadent aestheticism of the bourgeoisie and the aristocracy—'art for art's sake'—and refuses to march in step with the people." "The task of Soviet literature is to……rear the young generation to be buoyant, confident in its cause, undaunted by difficulties and prepared to surmount all obstacles. That is why the advocacy of apolitical and idealess art of 'art for arts sake, is……harmful to the interests of the……people," সাহিত্যের এই আদর্শ আমাদের শান্তি সাহিত্যিকদের হওয়া দরকার। মানি শান্তি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যাঁরা জমায়েৎ হয়েছিলেন তাঁরা সকলে এই মতে বিশ্বাসী নন, তাঁদের অনেকেই হয়ত বা শিল্পের জন্য শিল্প, এই নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু শান্তি আন্দোলনের নেতারা তো চেষ্টা করবেন এই সব সাহিত্যিকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করতে। তা না করে যদি নেতারাই বলতে আরম্ভ করেন বুদ্ধের বাণী বা যিশুখৃষ্টের চিন্তা শান্তির দর্শন, তাহলে সাহিত্যিকদের কাছ থেকে খাঁটি শান্তি সাহিত্য আশা করা অমার্জনীয় অপরাধ।

সুতরাং ভারতবর্ষের শান্তির সৈনিকদের তরফ থেকে সারা এশিয়া শান্তি মহাসম্মেলনে যোগদানকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদের কাছে আমরা এই দাবী করছি তাঁরা যেন অতি অবশ্য এই সব বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা তোলেন এবং নিজের দেশের সঠিক শান্তি আন্দোলনের হদিস নিয়ে আসেন। এই সব বিষয়ের ওপরই নির্ভর করছে ভারতীয় শান্তি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ।

নিজের দেশের শান্তি আন্দোলন সম্বন্ধে এই সব বক্তব্য পেশ করা ছাড়াও আমরা মনে করি ভারতীয় প্রতিনিধিরা কয়েকটি বিষয় তুলবেন। তার মধ্যে সর্বপ্রথমে পড়ে এশিয়াবাসীদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ঐক্যবদ্ধ দাবী তোলা। যতদিন এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ টিকে থাকবে, যতদিন কোন দেশকে জোর করে পদানত রাখার চেষ্টা চলবে ততদিন বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে না। তাই পিকিং শান্তি মহাসম্মেলনে ভারতবাসীদের হয়ে দাবী তুলতে হবে—সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ছাড়; ভিয়েৎনাম, মালয় প্রভৃতির স্বাধীনতা দাবী স্বীকার করতে হবে। সাথে সাথে ভারতীয় প্রতিনিধিদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করতে হবে নেহেরু সরকারের ভারতের মাটিতে বৃটীশ শক্তিকে গুর্খা সৈন্য সংগ্রহ করতে দেওয়া ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের সাথে যুদ্ধবাদী চুক্তিবদ্ধ হওয়া, ভারতীয় বিমান ঘাঁটি ও বন্দর সৈন্য চলাচলের কাজে ব্যবহার করতে দেওয়া নীতিকে। ভারতীয় রাষ্ট্র ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধবাদী শিবিরকে সাহায্য করছে, ভারতবাসী শান্তির শিবিরের পক্ষে একথা অকুণ্ঠভাবে জানিয়ে দিতে হবে। ১৯৪৭ সালের মে মাসে বৃটীশ—ভারত ও নেপালের মধ্যে যে ত্রিদলীয় চুক্তি হয় তার জোরে আট-ব্যাটালিয়ন গুর্খা সৈন্য বৃটীশ সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়; এই চুক্তি অনুসারেই পরে গোরখপুর ও দার্জিলিং এর ঘুমে গুর্খা-সৈন্য সংগ্রহের ঘাঁটি বৃটীশশক্তি স্থাপন করে ভারতবর্ষের মাটিতে। তারপর ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে দার্জিলিংর জলাপাহাড়ে একটি এবং ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীতে গোরখপুরের লেহরাতে চতুর্থ ঘাঁটি স্থাপিত হয়। শেষোক্ত ঘাঁটিটির মেয়াদ আগামী ১০ বছরের জন্য। এইভাবে নেহরু সরকার পরিষ্কারভাবে যুদ্ধশিবিরে যোগ দিয়াছে। ক্ষমাহীনভাবে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে হবে বিদেশেও।

এশিয়ার দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান দাবী করা ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয়ে প্রতিবাদ ধ্বনি মুখরিত করা দরকার। উত্তর কোরিয়া ও চীনে যে জীবাণুযুদ্ধ যুদ্ধশিবির পরিচালনা করছে তার তীব্র নিন্দা এবং আনবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু যুদ্ধের অবসান ভারতবাসী দাবী করে। এর সাথে সাথে অস্ত্রশস্ত্রহ্রাস যুদ্ধ প্রচার বেআইনী করা, শান্তি প্রচার নিসিদ্ধ করার নিন্দা করাও দরকার। মার্কিন প্রচারকের দলকে ভারতবর্ষে যুদ্ধ প্রচার করতে দেওয়া এবং শান্তি আন্দোলন সম্বন্ধে নানা বাধা নিষেধ আরোপ করার জন্য নেহরু সরকারের যুদ্ধবাদী রূপ জগত সমক্ষে প্রকাশ করা অবশ্য করণীয়। এ কাজও ভারতীয় প্রতিনিধিদের পিকিং সহরে করতে হবে।

কোরিয়ায় এখনি যুদ্ধবিরতি ঘটান হক; কোরিয়া হতে সমস্ত বিদেশী সৈন্যের অপসারণ চাই এবং কোরিয়া সমস্যার সমাধান শান্তিপূর্ণভাবে করতে হবে—এ দাবীও উঠাতে হবে। এ সম্বন্ধে নেহেরু সরকারের নীতির তীব্র প্রতিবাদ ভারতবাসীর পক্ষ হতে করা চাই। শান্তিকামী ভারতবাসী বার বার ঘোষণা করেছে—দক্ষিণ কোরিয়ায় চিকিৎসা মিশন দিয়ে সাহায্য করার অর্থ যুদ্ধ শিবিরকে সাহায্য করা এবং তাই দাবী করেছে—'কোরিয়া হতে মেডিকেল মিশন ফিরিয়ে আন'। নেহরু সরকার ভারতবাসীর এই শান্তিকামী দাবী অবজ্ঞা করে যুদ্ধশিবিরকে সক্রিয় সাহায্য করছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে হবে।

চতুর্থতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পটসডাম ঘোষণার বিরুদ্ধতা করে জাপানের সঙ্গে সানফ্রানসিস্কোতে যে একতরফা চুক্তি করেছে এবং তারপর আর এক ভিন্ন সামরিক চুক্তির জোরে জাপানে মার্কিন সৈন্য রাখা ও জাপানী নৌ ও বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা করেছে ভারতবাসী তার তীব্র নিন্দা করে। এই চুক্তি জাপানকে পদানত রেখে আক্রমনাত্মক যুদ্ধ ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করারই ষড়যন্ত্র; এই চুক্তির জোরে সার্বভৌম জাপানের কণ্ঠ কোন দিনই শ্রুত হবে না, জাপান থাকবে মার্কিন উপনিবেশ। উপরন্তু এই চুক্তির সাহায্যে জাপানী Militarism, সমরবাদকে পুনরুজ্জীবিত করে এশিয়া তথা সারা বিশ্বের শান্তির বিঘ্ন ঘটান হয়েছে। তাই শান্তিকামী ভারতবাসীদের প্রতিনিধি হিসাবে পিকিংয়ে আওয়াজ তুলতে হবে—সানফ্রানসিস্কো চুক্তি বাতিল কর, সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও নয়া চীন সমেত দেশগুলিকে নিয়ে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে নতুন চুক্তি সাক্ষরিত হ'ক। মার্কিনের তাঁবেদার সমরলিপ্সু জাপানের সঙ্গে পৃথক চুক্তি করে ভারত সরকার লৌকিক ও কার্য্যকরী ভাবে সানফ্রানসিস্কো চুক্তি মেনে নিয়ে যুদ্ধবাজদের সাহায্য করেছে ও করছে ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদ চাই পিকিংয়ে। জাপান ছাড়াও এশিয়ার অন্যত্র যে সব যুদ্ধবাদী গোঁট, যেমন মধ্যপ্রাচ্য জোট প্রভৃতি, তার বিরুদ্ধেও আওয়াজ উঠাতে হবে।

সর্বশেষে ইঙ্গমার্কিন যুদ্ধবাজদের একতরফা বাণিজ্য নীতি বানচাল করে পারস্পরিক স্বার্থে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন ভারতবাসী চায় এ কথা ঘোষণা করা দরকার। ভারত সরকারের ইঙ্গমার্কিণের চাপে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ও নয়া চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সঙ্কুচিত করে ইংরাজ ও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীর কাছে ভারতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেবার সর্বনাশকর নীতির নিন্দাও করতে হবে পিকিংয়ে।

আমরা আশা করি, ভারতবর্ষের শান্তির সৈনিকদের প্রতিনিধিরা তাঁদের উপর ন্যস্ত গুরু দায়িত্ব পালনে অক্ষম হবেন না।

ইয়ে আজাদী ঝুটি হ্যায়

ঝরিয়া

কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী ভি ভি গিরি ঝরিয়াখনি অঞ্চলে দুই দিনের সফরে আসিয়া ১৫ই আগষ্ট সকালে টাটার ডিগোয়াডি কোলিয়ারী দর্শন করেন। কোলিয়ারীতে মন্ত্রী মহোদয়ের পৌছাবার প্রাক্কালে টাটার কোলিয়ারী সমূহের প্রায় এক হাজার শ্রমিক টাটা কোলিয়ারীজ ওয়ার্কাস ইউনিয়নের (যাহা ইউ টি ইউ সির অন্তর্ভুক্ত) নেতৃত্বে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। "ইয়ে আজাদী ঝুটি হ্যায়", 'মজদুরোঁ কী মাং পুরা করো" প্রভৃতি ধ্বনি সহকারে এবং 'টাটা কোলিয়ারীজ ওয়ার্কাস ইউনিয়ন' ও 'সোশ্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের' ফেসটুন ও লাল পতাকা লইয়া শ্রীযুত গিরির সম্মুখে উপস্থিত হয়। শ্রমিকদের তরফ হইতে ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড প্রীতিশ চন্দ এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড কে, কে পাণ্ডে মন্ত্রী মহোদয়ের সহিত আলাপ আলোচনা করেন ও মজুরদের দাবী দাওয়া সম্বলিত এক স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপি গ্রহণ কালে মন্ত্রী মহোদয় শ্রমিকদের আশ্বাস দিয়া বলেন যে তিনি দাবী দাওয়া সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন এবং তিনি পুনরায় ২।৩ মাসের মধ্যে এই অঞ্চলে আসিবেন ও সেই সময় শ্রমিকদের কার্য্যস্থান, বাসস্থান, জীবন যাত্রার দুঃখ কষ্ট সকল কিছু স্বচক্ষে দেখিয়া প্রতিবিধান করিবেন। ইহার পর শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারীরা চলিয়া যায়।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক ২৩, ডিক্‌সন্ লেন পরিবেষক প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ নংধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।